দৈনিক বাংলা

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 3 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

011

গাইড বই সমাচার

সরকার ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য নোট বইয়ের পরিবর্তে অনুমোদিত গাইড বই চালু করার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। ১৯৮১ সালে আইন করে নোট বই নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও বাজারে কিছু নোট বই বিক্রি হয়। এসব নোট বই ভুলে ভরা এবং নিম্নমানের। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্যই গাইড বইয়ের ব্যবস্থা। স্কুল টেকসট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন গঠিত কমিটি গাইড বইয়ের জন্য সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে।

আমাদের দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য নোট বই অথবা গাইড বই জাতীয় বই অপরিহার্য এ কথা মানতেই হবে। আইন করে নোট বই নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও যখন বাজারে নোট বই বিক্রি হয়েছে তখন বোঝা যায় এই বস্তুর চাহিদা বিপুল। ব্যবসা লাভজনক না হলে প্রকাশকরা ঝুঁকি নিয়ে বেআইনী কাজে প্রকাশ করতেন না। কিন্তু নোট বইয়ের চাহিদা এত ব্যাপক কেন সে বিষয়টা বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার একটা দিক উদ্ঘাটিত হয়। স্কুলে যদি ঠিকমত লেখাপড়া না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই নোট বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হবে। মূল বিষয় পরীক্ষায় পাশ করা। ও কাজটা যদি নোট বই পড়েই করা যায় তাহলে আর কথা কি। তবে নোট বই নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই গাইড বইয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নইলে ছাত্রছাত্রীরা যে ভুয়া নোট বইয়ের খপ্পরে পড়বে এতো জানা কথাই এক রকম।

গাইড বই যদি শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জনে গাইড করতে পারে তাহলে ভাল কথা। তবে গাইড বই কেমন হবে সে বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত যেসব টেকসটবুক রয়েছে সেগুলির অবস্থার কথা মনে থাকলে গাইড বই সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা করা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে গেলে বিভিন্ন শ্রেণীর টেক্সটবইগুলিই অসংখ্য ভুলে ভরা। ছাপার ভুল, তথ্য ও বানান ভুল। টেকসট বইয়ের অবস্থাই যদি এমন হয় তাহলে গাইড বই কি রকম হবে? যাহোক, আমরা আশা করব গাইড বই পরিকল্পনা সফল হবে। শিক্ষার্থীদের নোট বইয়ের চাহিদা গাইড বই দিয়ে পূরণ করা যাবে। তবে এই সঙ্গে ক্লাশে পড়াশোনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হলে এবং টেকসট বই ত্রুটিমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হলে ভাল হয়। এ ব্যবস্থা করা না গেলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি থেকেই যাবে।